হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

29 May 2026

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা এবং দাওয়াতে ইসলামীর "মসজিদের ইমাম" বিভাগ কর্তৃক পরিচলিত মসজিদ সমূহের জন্য
২৯ মে ২০২৬ ইং এর পবিত্র জুমার

কুরআনী বয়ান

হযরত ইসমাইল عَلَیْہِ السَّلَام এর বৈশিষ্টসমূহ

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(Islamic Research Center)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দুরুদ শরীফের ফযীলত ৩
হযরত ইসমাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام এর পরিচিতি ৫
আয়াতে কারীমার সারাংশ ৬
আয়াতে কারীমা থেকে পাওয়া শিক্ষা ৯
(১): ওয়াদা পালনে সত্যবাদী ৯
অনেকদিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতেন ১০
ওয়াদা ভঙ্গ করা হারাম ১২
ওয়াদা ভঙ্গ কাকে বলে? ১২
ওয়াদা পালনের দৃষ্টান্তহীন নমুনা ১৩
(২): পরিবারের লোকদের নেকীর দাওয়াত ১৫
পরিবারের লোকদের না বুঝানোর ক্ষতি ১৫
পরিবারের লোকদের বুঝিয়ে বলুন! ১৮
পরিবারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে ১৮
সিনেমার প্রতি ঘৃণা থাকা সত্বেও আযাব ১৯
ঘরে দরস দিন! ২০
ঘরের সকলেই সংশোধন হয়ে গেল ২১
ঘরে দ্বীনি পরিবেশ বানানোর জন্য ২২
বয়ানের সারসংক্ষেপ ২৩
সঠিক কোনটি? ২৩
আসমাউল হুসনার বরকত (অযিফা) ২৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ اللّٰہ

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِکَاف (আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দুরূদ শরীফের ফযীলত

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَآلِہٖ وَسَلَّم: کَثْرَۃُ الذِّکْرِ وَالصَّلَاۃُ عَلَیَّ تَنْفِي الْفَقْرَ۔

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির ও আমার উপর দরুদ পাঠ দরিদ্রতা (**Poverty**) দূর করে। (আল ক্বওলুল বদী, পৃ:১৩৫)

تم ہو جوّاد و کریم، تم ہو رَئُوف و رَحیم	بِھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود
خَلق کے حاکم ہو تم، رِزق کے قاسم ہو تم	تم سے مِلا جو مِلا، تم پہ کروڑوں درود

তুম হো জাওয়াদ ও করীম, তুম হো রউফ ও রহীম
ভীক হো দাতা আতা, তুম পে করোড়ো দরুদ
খলক কে হাকিম হো তুম, রিযিক কে কাসিম হো তুম
তুম সে মিলা জো মিলা, তুম পে করোড়ো দরুদ

ব্যাখ্যা: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি অনেক বেশি দানশীল, অনুগ্রহকারী, দয়াশীল, দো'জাহানের রহমত, হে দাতা! আমাকেও ভিক্ষা দান করুন! আপনার উপর কোটি কোটি দরুদ ☆ ইয়া

রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনি মাখলুকের হাকিম, রিযিক বন্টনকারীও, যা কিছু পেয়েছি, আপনার ওসিলায় পেয়েছি, আপনার উপর কোটি কোটি দরূদ।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

قَالَ اللہ تَبَارَکَ وَ تَعَالٰی فِی الْقُرْاٰنِ الْکَرِیْم অর্থাৎ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَ اذْكُرْ فِی الْكِتٰبِ اِسْمٰعِیْلَ٘-اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ رَسُوْلًا نَّبِیًّا ﴿۵۴﴾
وَ كَانَ یَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ۪-وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِیًّا ﴿۵۵﴾

(পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াত: ৫৪-৫৫)

صَدَقَ اللہُ الْعَظِیْم وَ صَدَقَ رَسُوْلُہُ النَّبِیُّ الْکَرِیْم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর কিতাবের মধ্যে ইসমাঈলকে স্মরণ করুন। নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী ছিল এবং রাসূল ছিল, অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী। এবং আপন পরিজনবর্গকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিত, আর আপন প্রতিপালকের নিকট পছন্দনীয় ছিল।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পবিত্র যিলহজ্ব মাস আমাদের মাঝে তার সুবাস ছড়াচ্ছে, আল্লাহ পাক এই পবিত্র মাসে আমাদের পক্ষ থেকে কৃত ইবাদত, সাধনা, কুরবানীকে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে কবুল করুক। আল্লাহ পাক আমাদের সকলের উপর তাঁর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ দান করুক।

اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

مولیٰ مجھ کو نیک بنادے اپنی اُلفت دِل میں بَسادے

اپنی رِضا کا دیدے مژدہ یااللہ! میری جھولی بھَر دے

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ১২১-১২৩)

মাওলা মুঝ কো নেক বানা দে আপনী উলফত দিল ম্যা বাসা দে

আপনী রেযা কা দে দে মুছদাহ ইয়া আল্লাহ! মেরি ঝুলী ভর দে

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত ইসমাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ✫ হযরত ইসমাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام আল্লাহ পাকের একজন প্রিয় নবী ✫ আমাদের আক্বা ও মাওলা, রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর বংশধর ছিলেন ✫ তিনি অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন ✫ আল্লাহ পাকের খলিল হযরত ইব্রাহীম عَلَیۡہِ السَّلَام এর শাহজাদা ✫ তিনিই হলেন ওই মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর স্মরণে আমরা কুরবানী করি ✫ তাঁরই কদমের বরকতে যমযমের পানি প্রবাহিত হয়েছে ✫ তিনি তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহীম عَلَیۡہِ السَّلَام এর সাথে মিলে কাবা শরীফ নির্মাণ করেছেন ✫ আল্লাহ পাক তাঁকে জুরহাম গোত্র ও আমালিক্বা গোত্রের প্রতি নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন (আর রউযুল আনফ, ১/৪২ সারসংক্ষেপ) ✫ তিনিই সর্বপ্রথম সঠিক আরবি উচ্চারণে কথা বলেছেন। (ফাতহুল বারী, পৃ: ৪৮৮, হাদিসের পাদটীকা: ৩৩৬৪) আল্লাহ পাক তাঁকে ১২জন পুত্র সন্তান দান করেছেন, অতঃপর এই ১২জন পুত্র থেকে বংশধারা চলতে লাগল আর পুরো আরবে ছড়িয়ে পড়ল। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় তাঁর আলোচনা করেছেন।

আয়াতে কারীমার সারাংশ

পারা: ১৬, সূরা মরিয়মের ২টি আয়াত (আয়াত নং: ৫৪ ও ৫৫) আমরা শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, এই আয়াতে কারীমার মধ্যে তাঁর কিছু গুণাবলী ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ পাক বলছেন:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۫

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর কিতাবের মধ্যে ইসমাঈলকে স্মরণ করুন।

سُبْحَانَ الله! এটা হলো কুরআনে কারীমের শিক্ষা...!! অনেক সময় কিছু লোক বলে: তোমরা তো নবী, ওলীদের কিচ্ছা কাহিনি শোনাও শুধু। তাদেরকে আরজ করব: ☆ নবী, ওলীদের আলোচনা করা ☆ তাদের জীবনী, তাদের আদর্শ ও চরিত্র সম্পর্কে পড়া ☆ বয়ান করা, কুরআনে কারীমেরই শিক্ষা, আপনারা সূরা মরিয়মই পাঠ করে দেখুন! কোথাও আল্লাহ পাক বলেছেন: কুরআনে পাকে হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام এর কথা স্মরণ করো! কোথাও বলেছেন: কিতাবে ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে স্মরণ করো! কোথাও আল্লাহ পাক বলেছেন: কিতাবে ময়িমের কথা স্মরণ করো!

মরিয়ম কে? হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সম্মানিত আম্মা, ওয়ালিয়ায়ে কামিলা। প্রতীয়মান হলো; নবী, ওলীদের আলোচনা করাও ইবাদত, মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ الله عَلَيْه লিখেছেন: পবিত্র কুরআন পুরোটাই আল্লাহ পাকের যিকির আর কুরআন পড়ে দেখো! ☆ এতে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এরও আলোচনা এসেছে ☆ আউলিয়াদেরও আলোচনা এসেছে ☆ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর আলোচনাও রয়েছে ☆ আহলে বাইতে পাকের শানও এতে বর্ণিত

হয়েছে, এর দ্বারা বোঝা যায় যে ✯ আম্বিয়াদের যিকির করা যিকরুল্লাহ * আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্ধু অর্থাৎ ওলী আল্লাহদের আলোচনা করাও যিকরুল্লাহ তথা আল্লাহর যিকিরের অন্তর্ভুক্ত এবং ✯ সাহাবা ও আহলে বাইত رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡ এরও আলোচনা করা যিকরুল্লাহর মধ্যে শামিল। (মিরআতুল মানাজীহ, ৩/৩০৪) আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই আলোচনা অধিকহারে করতে থাকার তাওফিক দান করুক।

خُدا کا ذِکر کرے، ذِکرِ مصطفےٰ نہ کرے

ہمارے مُنہ میں ہو ایسی زباں خُدا نہ کرے

খোদা কা যিকির করে, যিকরে মুস্তফা না করে
হামারে মুহ ম্যা হো এইসী যবাঁ খোদা না করে

যাইহোক! আল্লাহ পাক বলেছেন: কিতাবে ইসমাঈলকে স্মরণ করো! এরপর বলেন:

اِنَّہٗ کَانَ صَادِقَ الۡوَعۡدِ

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী ছিল।

এটি হযরত ইসমাঈল عَلَیْہِ السَّلَام এর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য যে, তিনি ওয়াদা পালনে সত্যবাদী ছিলেন, নিশ্চয় সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام ওয়াদা পালনের ক্ষেত্রে সত্যবাদী কিন্তু হযরত ইসমাঈল عَلَیْہِ السَّلَام ওয়াদা পালনের ক্ষেত্রে এক অভিন্ন মর্যাদা রাখেন, এজন্য তাঁর এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি আলোচনা করে আল্লাহ পাক বলেছেন:

اِنَّہٗ کَانَ صَادِقَ الۡوَعۡدِ

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী ছিল।

আরও বলেন:

وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿۵۴﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী রাসূল ছিলেন।

এটি হলো হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর শান ও আযমতের বর্ণনা, আল্লাহ পাক তাকে জুরহাম গোত্র ও আমালিক্বাহ গোত্রের প্রতি নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি তাদেরকে সত্য পথের দিকে আহবান করতেন, নেকীর দাওয়াত দিতেন, অসংখ্য লোক তাঁর আহবানে ইসলাম কবুল করেছে এবং কালিমা পাঠ করে জান্নাতের উপযুক্ত হয়েছে।

আল্লাহ পাক আরও বলেন:

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আপন পরিজনবর্গকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিত।

এটাও হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর একটি গুণ, হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর গোত্রদেরকে নেকীর দাওয়াত দিতেনই, এর পাশাপাশি নিজের পরিবারের লোকদেরকেও নামায ও যাকাতের হুকুম দিতেন।

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿۵۵﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আপন প্রতিপালকের নিকট পছন্দনীয় ছিল।

এটাও তাঁর একটি অন্যতম শান যে, তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে উচ্চ মর্যাদা রাখেন, তিনি আল্লাহ পাকের অনেক প্রিয় বান্দা।

আল্লাহ পাক আমাদের অবস্থার উপর দয়া করুক, আমরা কোন কিছুরই উপযুক্ত নই, আল্লাহ পাক হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর সদকায়,

হযরত ইব্রাহীম عَلَیْہِ السَّلَام এর সদকায়, তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাদেরকে তাঁর নৈকট্যতা নসীব করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

بنادے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ	گناہوں سے ہر دم بچا یا الٰہی!
مرا ہر عمل بس ترے واسطے ہو	کر اخلاص ایسا عطا یا الٰہی!

বানা দে মুঝে নেক নেকোঁ কা সদকা
গুনাহো সে হার দম বাচা ইয়া ইলাহী!
মেরা হার আমল ব্যস তেরে ওয়াস্তে হো
কর ইখলাস আয়সা আতা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ১০৫)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

আয়াতে কারীমা থেকে পাওয়া শিক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে কারীমায় হযরত ইসমাঈল عَلَیْہِ السَّلَام এর ২টি গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে:

(১): ওয়াদা পালনে সত্যবাদী

প্রথম গুণ বলা হয়েছে:

اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী ছিল।

এটি হলো তাঁর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি ওয়াদা পালনের ক্ষেত্রে সত্যবাদী ছিলেন, কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে: হযরত

ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام যখনই কোন ওয়াদা করতেন (সেটা পূরণে অনেক বিপদ হোক না কেন) তিনি ওয়াদা পূরণ করেই ছাড়তেন।

(তাফসীরে কুরতুবী, পারা: ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত: ৫৪, অংশ: ৭, ৬/২৯)

অনেকদিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতেন

হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ও তাঁর একজন বন্ধু কোন এক বসতীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তাঁর বন্ধু আরজ করল: জনাব! হয় আপনি বসতীতে তাশরিফ নিন আর কিছু ক্রয় করে নিয়ে আসুন! নতুবা আপনি এখানে থাকুন! আমি যাই, আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসও আমি নিয়ে আসি। (তিনি) বললেন: আমি বসছি, তুমি গিয়ে কিনে নিয়ে আসো! ওই ব্যক্তি বসতীতে প্রবেশ করল, কেনাকাটা ইত্যাদি করল, তার মনেই ছিল না যে হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আমার অপেক্ষায় রয়েছেন, অতঃপর সে অন্য এক রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেল। এই ঘটনাটির কয়েকদিন পেরিয়ে গেল। একদিন হঠাৎ ওই ব্যক্তি সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল তো দেখলেন যে, হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام তখনো পর্যন্ত ওখানে বসা আছেন। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল: আপনি এখনো এখানে? বললেন: তোমার সাথে অপেক্ষার ওয়াদা করেছিলাম, যতক্ষণ তুমি না আসবে, আমি কিভাবে যেতে পারি...!!

একইভাবে একবার তিনি কারো সাথে ওয়াদা করলেন যে, আমি অমুক জায়গায় তোমার সাথে সাক্ষাত করব। সুতরাং নির্ধারিত সময়ে তিনি ওখানে পৌঁছে গেলেন। ওই ব্যক্তি ভুলে গেল। অপেক্ষা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, এরপর সন্ধ্যার পর রাত হলো অতঃপর পরেরদিন হয়ে

গেল, এখন পুরো রাত অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয়দিন ওই ব্যক্তির মনে পড়ল, যখন সে ওখানে গিয়ে পৌঁছল তখন দেখল যে, হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ওই জায়গায় অপেক্ষা করছেন। আশ্চর্য হয়ে বললেন: আপনি এখনো এখানে? (আফসোস!) আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

এখন এখানে নববী আদর্শ দেখুন! তিনি রাগও করেননি, ওই ব্যক্তিকে ধমকও দেননি, গালমন্দও করেননি বরং নম্রতার সাথে বললেন: যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি না আসেন, আমি এখানেই ছিলাম।

(তাফসীরে মানসুর, পারা: ১৬, সূরা: মরিয়ম, আয়াতের পাদটীকা: ৫৪, ৫/৫১৬)

سُبْحَانَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইনি হলেন আল্লাহ পাকের নবী হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام...!! তাঁর স্মরণে আমরা কুরবানী করে থাকি, প্রতিবছর আল্লাহর নামে পশু জবাই করি। খুব ভালো কথা, কুরবানী দিতে হবে, অবশ্যই দিবেন, যাদের উপর ওয়াজিব, তাদের তো কুরবানী অবশ্যই করতে হবে, নতুবা গুনাহগার হবে এবং এর সাথে সাথে যাদের স্মরণে কুরবানী করি, তাঁদের আদর্শও বাস্তবায়ন করতে হবে। হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ওয়াদা পালনে সত্যবাদী ছিলেন, যখনই ওয়াদা করতেন সেটা অবশ্যই পূরণ করতেন। আফসোস! আমাদের সমাজে এখন অবস্থা এর বিপরীত হয়ে গিয়েছে। ওয়াদা পূরণ করা আমাদের দ্বীনের অংশ কিন্তু মানুষ ওয়াদা করে, পূরণ করে না ☆ ওয়াদা করেছেন, অমুক সময় সাক্ষাত করব কিন্তু করে না ☆ যার কর্জ ফিরিয়ে দিতে হবে, তার সাথে ওয়াদা করেছে: সন্ধ্যায় দিয়ে দিব, অমুক সময় দিয়ে দিব, কিন্তু দেয় না। যদি সত্যিই ব্যবস্থা না করতে পারে তবে আরও সময় নেয় না বরং তাকে মুখও দেখায় না আর এখন তো আরও নতুন সমস্যা সৃষ্টি হল, যাকে কর্জ

টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে, এখন লোক তাকেও চেহারা দেখাচ্ছে না। আল্লাহ পাক আমাদের অবস্থার উপর দয়া করুক। ওয়াদা করে সেটার খেলাফ করার অনেক উদহারণ রয়েছে, এখন ঈদুল আযহার সময়ই দেখবেন! কসাই সাহেব ওয়াদা করে কিন্তু সময়মতো আসেই না, যারা কুরবানী দিবে, তারা অপেক্ষায় বসে থাকে। এটা অনেক খারাপ কাজ।

ওয়াদা ভঙ্গ করা হারাম

সায়্যিদি আলা হযরত, ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَۃُ اللّٰهِ عَلَیۡہِ বলেন: خُلْفُ الْوَعْدِ حَرَامٌ অর্থাৎ মিথ্যা ওয়াদা করা হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৫/৬৯) হাদিসে পাকে রয়েছে: (১) যেই মুসলমান ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষের লানত এবং তার না কোন ফরয কবুল হবে আর না নফল। (বুখারী, ৮১৫ পৃ:, হাদিস: ৩১৭৯) অপর এক হাদিসে পাকে বলা হয়েছে: লোক ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ সে নিজের লোকের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করবে না। (আবু দাউদ, ৬৮২ পৃ:, হাদিস: ৪৩৪৮)

اَللّٰہُ اَکۡبَرُ! প্রতীয়মান হলো; ওয়াদা ভঙ্গ করা ধ্বংস হওয়ার কারণ সমূহের মধ্যে একটি কারণ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই গুনাহ থেকে হেফাযত করুক।

ওয়াদা ভঙ্গ কাকে বলে?

ওয়াদা ভঙ্গ কাকে বলে? এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আমাদের সমাজের লোকেরা এটি জানে না। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: ওয়াদা ভঙ্গ মানে এটা নয় যে, মানুষ ওয়াদা করবে আর তার নিয়ত হলো সেটা পূরণও করবে বরং ওয়াদা খেলাপি হলো বান্দা

কারো সাথে ওয়াদা করল আর তার নিয়ত হলো সেটা পূরণ করবে না। **(জামেউল আখলাকুর রাবী, ২/৬০, হাদিস: ১১৭৯)** অপর একটি হাদিসে পাকের রয়েছে: যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করে এবং তার নিয়ত হলো পূরণ করার কিন্তু সে পূরণ করতে পারল না, ওয়াদা অনুযায়ী করতে না পারে তো এটার জন্য কোন গুনাহ হবে না। **(আবু দাউদ, ৭৮১ পৃ:, হাদিস: ৪৯৯৫)**

অর্থাৎ ওয়াদা ভঙ্গ করার সম্পর্ক হলো নিয়তের সাথে, যেমন কারো সাথে ওয়াদা করল যে, অমুক সময় সাক্ষাত করব। অন্তরে নিয়তও আছে যে সাক্ষাত করব। এখন কোন কারণে যদি সাক্ষাত করতে না পারে তবে এটা ওয়াদা ভঙ্গ নয় বরং অনেক সময় লোক এড়িয়ে চলার জন্য বলে: অমুক সময় দেখা করব কিন্তু অন্তরে দেখা করার নিয়তই থাকে না। এটা হলো ওয়াদা ভঙ্গ।

ওয়াদা পালনের দৃষ্টান্তহীন নমুনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সমাজের লোকেরা তো সামান্য বিষয়েও মিথ্যা ওয়াদা করে থাকে, আল্লাহ পাকের নবী হযরত ইসমাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام এর জীবনী দেখুন! প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ঘটনা, তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত ইব্রাহীম عَلَيۡهِ السَّلَام বললেন: বৎস! আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, তোমাকে (আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য) কুরবান করছি। তিনি ওয়াদা করতে গিয়ে বললেন:

قَالَ يٰۤاَبَتِ افۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُ ۫ سَتَجِدُنِیۡۤ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیۡنَ ﴿۱۰۲﴾

(পারা ২৩, সূরা সাফফাত, আয়াত ১০২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে আমার পিতা! করুন যা আপনি আদিষ্ট হচ্ছেন, খোদা ইচ্ছা করলে অবিলম্বে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।

দেখুন! এটা কত কঠিন বিষয় কিন্তু হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ওয়াদা পূরণে মযবুত ছিলেন, তিনি স্বয়ং হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام কে বললেন: আব্বাজান! আমার হাত বেঁধে ফেলুন! ছুরী ধারালো করে নিন! আপনার চোখের পট্রী বেঁধে নিন! যেন কোন আবেগ, সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবাসা, কোন কিছুই এই ওয়াদা পূরণে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। অবশেষে তিনি গর্দান বাড়িয়ে দিলেন, হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام তার উপর ছুরী রাখলেন, ঠিক সেই মূহুর্তে সেটির পরিবর্তে একটি জান্নাতী মেষ পাঠিয়ে দিলেন।

سُبْحَانَ الله! এটা হলো ওয়াদা পালনে তৎপরতা...!!

یہ فَیضانِ نظر تھا یا مکتب کی کَرامت تھی

سِکھائے کس نے اِسماعیل کو آدابِ فَرزَندی

(কলিয়তে ইকবাল, পৃ: ৩৫৩)

হা ফয়যানে নযর থা ইয়া মকতব কী কারামত থী
সিখায়ে কিস নে ইসমাঈল কো আদাব ফরযন্দী

ব্যাখ্যা: হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর হুকুমে হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর তৎক্ষণাৎ ছাড়া দেওয়াটা, এটা কি কারো ফয়যানের দৃষ্টি নাকি এটি কোন মাদ্রাসার শিক্ষা? এটা হলো সম্মানিত পিতার প্রতি আনুগত্যের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য কে শিখিয়েছেন? নিশ্চয় এটি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ছিল, তিনি নবী, আল্লাহ পাক তাঁকে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী বানিয়েছিলেন।

আল্লাহ পাক আমাদেরকেও ওয়াদা পালনে দৃঢ়তা নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২): পরিবারের লোকদের নেকীর দাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যেটা বলা হলো:

وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আপন পরিজনবর্গকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিত।

سُبْحَانَ الله! এটাও একটি সুন্দর গুণ, আল্লাহ্ পাকের নবী হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام নিজেই তো ছিলেন অনেক উঁচু মাপের একজন ব্যক্তিত্ব, তিনি তাঁর গোত্রকেও নেকীর দাওয়াত দিতেন এবং এদের সকলের সাথে সাথে নিজের পরিবারের লোকদেরকেও কল্যাণের নির্দেশ দিতেন।

পরিবারের লোকদের না বুঝানোর ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, আমাদেরকে নিজেদের পরিবারের লোকদেরও সংশোধনের দিকে আহবান করতে হবে, আফসোস! ☆ আজকাল সমাজ অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ☆ তরুণ প্রজন্মরা পথহারা হয়ে যাচ্ছে ☆ অভিবাসন বেড়েই চলেছে ☆ নির্লজ্জতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে ☆ আজকাল যুবকরা অলি-গলিতে ও রাস্তা-ঘাটে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে ☆ বড়দের প্রতি সম্মান কমে যাচ্ছে ☆ মসজিদের প্রতি আগ্রহ খুব কমই দেখা যায় ☆ ইলমে দ্বীন থেকে দূরে ☆ মুসলমানরা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে ব্যস খাও, দাও ফুর্তি করো আর স্বাস্থ্য বানাও এটার উপর আমল করছে ☆ ইসলামের মৌলিক আকাঈদ পর্যন্ত জানে না ☆ নাপাকী সম্পর্কে খুবই কম যুবকই জানে

✯ ঈমান বিক্রি হচ্ছে আর সমাজে কত ধরনের মন্দ বিষয়াদি চালু হয়েছে, এটা আপনারাও জানেন, গভীরভাবে ভেবে দেখুন! এসবকিছু বন্ধ করার আসল মূল কেন্দবিন্দু কী? আমাদের ঘর। যদি আমাদের ✯ প্রতিটি মা ✯ প্রত্যেক বাবা ✯ প্রত্যেক দাদা ✯ প্রত্যেক চাচা ✯ প্রত্যেক খালা ✯ প্রত্যেক স্বামী ✯ প্রত্যেক বড় ভাই আপন আপন ঘরে নিজেদের বাচ্চা, নিজের ভাগ্নে, নিজের নাতি-নাতনি, নিজের পরিবারের লোকদের এবং ভাই-বোনদের সংশোধন করা শুরু করে দেয় তবে আপনি বলুন! সমাজে এই বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ইত্যাদি কোথায় এসে দাঁড়াবে। আসল সমস্যা এখান থেকেই সূচনা হয়ে থাকে ✯ প্রথমতো তো ঘরের বড়রাই ধার্মির্ক নয় ✯ স্বয়ং নিজেরাই নামাযী নয় ✯ বাচ্চাদেরকেও শিক্ষা দেয় না ✯ নিজেরাই শুদ্ধ করে কুরআনুল কারীম পড়তে পারে না ✯ বাচ্চাদেরকেও পড়ায় না, নিজের ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞ ✯ বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, বিবাহিত, এখনো পর্যন্ত পাক-নাপাকীর মাসআলাও জানে না, পরিবারের লোকদেরও শেখায় না ✯ নিজেরও আকিদার কোন জ্ঞান নেই, বাচ্চাদেরকেও শেখায় না।

অতঃপর এরকম আরও অনেক লোক রয়েছে ✯ যারা স্বয়ং নিজেরাও দ্বীনদার ✯ স্বয়ং নিজেরাও নামায পড়ে ✯ রোযাও রাখে ✯ নেকীর কাজও করে ✯ দ্বীনি বিষয়ে অবগত আছেন কিন্তু নিজের পরিবারের লোকদেরকে এদিকে আহবান করেন না, এখন আমরা যতজন লোক মসজিদে উপস্থিত রয়েছি, প্রত্যেকে নিজেদের ব্যাপারে ভেবে দেখুন, আমরা এখানে কয়জন আছি যাদের ঘরের আরও অনেক লোক রয়েছে, ছেলে সন্তান, ভাই, ভাতিঝা, আমরা সকলে তো মসজিদে এসেছি, আমাদের ভাই, ভাগ্নে, ছেলেরা নামায পড়ে নাকি পড়ে না, আমরা এটার

দিকে অনেকে দৃষ্টি দিই না, বিশ্বাস করুন! আমাদের দেশে এই মূহুর্তে যত পাক্কা নামাযী রয়েছে, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে এসে আদায় করে থাকে, যারা খুব যত্ন সহকারে নামায আদায় করে, শুধুমাত্র ওইসব পাক্কা নামাযীরা যদি তাদের পরিবারের সমস্ত পুরুষদের নামাযের জন্য মসজিদে নিয়ে আসা শুরু করে দেয় তবে আমাদের মসজিদে নামাযীর সংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে যাবে।

ভেবে দেখুন! রযমানুল মুবারকে মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে যায়, নামাযীদের সংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়, এসব লোক কারা? আমাদেরই তো না, কারো ভাই, কারো ছেলে, কারো ভাগ্নে, কারো বাবা, কারো চাচা মসজিদে আসা শুরু করে দেয় তো মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে যায়, যদি প্রত্যেকে তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে রমযানের পরও মসজিদে নিয়ে আসতে থাকে তবে মসজিদের সৌন্দর্যতা আরও অনেকগুণ বেড়ে যাবে কিন্তু আফসোস! আমরা আমাদের পরিবারের লোকদেরকে নেকীর দাওয়াত দিই না বরং এখন ঘটনা এরচেয়েও সামনে অগ্রসর করে নিয়েছে, অনেক সময় পরিবারের কেউ যদি নেককার হতে চাই তবে পরিবারের সদস্যরা তাকে নিয়ে বিদ্রুপ করে, খারাপ খারাপ কথা বলে এবং নেকীর রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিছুলোক এমন রয়েছে যারা মুবাল্লিগের বয়ান শুনে, কারো নেকীর দাওয়াতের ফল স্বরুপ, কখনো দাওয়াতে ইসলামী দ্বীনি ইজতিমায় এসে নেকীর মানসিকতা বানিয়ে নেয়, দাঁড়ি মুবারক সাজানোর, পাগড়ী শরীফ পরিধান করার, ফ্যাশন করা থেকে বেঁচে থেকে সুন্নাতের ভরা জীবন অতিবাহিত করার মানসিকতা করে নেয় কিন্তু পরিবারের লোকেরা তাকে নেকীর রাস্তা থেকে দূরে সরানোর জন্য যুদ্ধ শুরু করে দেয়। اَلۡاَمَان وَالۡحَفِيۡظ!

পরিবারের লোকদের বুঝিয়ে বলুন!

আল্লাহ পাক আমাদের অবস্থার উপর দয়া করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্বয়ং নিজেকে এবং পরিবারের লোকদেরকে নেকীর রাস্তার মুসাফির বানিয়ে, তাদেরকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর মাধ্যম যোগাড় করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَ اَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا

(পারা ২৮, সূরা তাহরীম, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ওই আগুন থেকে রক্ষা করো।

এটা থেকে বোঝা গেল, যেখানে মুসলমানের উপর নিজের সংশোধন করা জরুরী তেমনিভাবে পরিবারের লোকদেরও ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ জানিয়ে দেওয়া তার উপর আবশ্যক, সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, সে তার সন্তান-সন্তুতি, স্ত্রী ও অন্যান্য যারা তার অধীনস্থ রয়েছে সবাইকে ইসলামী আহকামের ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া এইভাবে ইসলামী শিক্ষার ছায়াতলে এসে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেন তারা জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ থাকে।

পরিবারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللہُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি অভিভাবক আর প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।

মানুষ তার পরিবারের অভিভাবক, তাকে তার পরিবারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। (বুখারী, ২৭৪ পৃ:, হাদিস: ৮৯৩)

সিনেমার প্রতি ঘৃণা থাকা সত্বেও আযাব

মুফতি আমিন সাহেব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ (ফয়সালাবাদ), তিনি শিক্ষনীয় আরও একটি ঘটনা লিখেছেন, আরব শরীফে ২জন বন্ধু ছিল, একজন রিয়াদে থাকত, অন্যজন জেদ্দায় থাকতেন। রিয়াদে যিনি থাকেন ওই বন্ধু ইন্তেকাল করল, কিছুদিন পর জেদ্দা যিনি থাকতেন তিনি মরহুম বন্ধুকে স্বপ্নে দেখলেন, সে হতভাগা আযাবে গ্রেফতার, কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: আমি সিনেমা-নাটককে ঘৃণা করতাম কিন্তু বাচ্চারা জেদ করল, অতঃপর আমি ঘরে গুনাহ ভরা প্রোগ্রাম চালানোর ব্যবস্থা করে দিলাম। আহ! যখন থেকে কবরে আসলাম, যখন থেকেই পরিবারের লোকদের কারণে আযাবে পতিত হলাম, ভাই! দয়া করুন! আমার উপর অনুগ্রহ করুন! আমার পরিবারের সবাইকে বুঝিয়ে বলুন, তারা যেন গুনাহ ভরা চ্যানেল না দেখে।

জেদ্দা বসবাসকারী বন্ধু রিয়াদে গেল, মরহুমের পরিবারের লোকদের স্বপ্নের কথা শোনালেন, !اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ তারা বুঝে গেল আর তারা গুনাহ ভরা প্রোগ্রাম চালানো এবং দেখা থেকে তাওবা করল। পরের রাতে যখন জেদ্দা বসবাসকারী বন্ধু ঘুমালেন তখন তার মরহুম বন্ধুকে স্বপ্নে খুব ভালো অবস্থায় দেখলেন, মুচকি হেসে বলছিল, !اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমার থেকে আযাব দূরীভূত হয়ে গেছে। (আযাবে ইলাহী কে মুহরিকাত, ১৫-১৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীরভাবে চিন্তা করুন! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, প্রত্যেককে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, এটা একটি শিক্ষনীয় ঘটনা, বিবেকবানদের জন্য এতে যথেষ্ট শিক্ষা রয়েছে। আমাদের উচিত, আমরা যাঁর স্মরণে কুরবানী করি, সে-ই হযরত ইসমাঈল عَلَیْہِ السَّلَام...!! তার আদর্শও অবলম্বন করা, নিজের পরিবার, সন্তান-সন্তুতিদেরকে নেকীর দাওয়াত দেওয়া, মন্দ কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকার এবং নেক কাজ করার প্রতি উৎসাহিত করা।

ঘরে দরস দিন!

আল্লাহ পাক দাওয়াতে ইসলামীর উপর কোটি কোটি রহমত নাযিল করুক, এই দ্বীনি সংগঠনকে আরও বেশি বেশি উন্নতী দান করুক, বর্তমান এই ফিতনার যুগে দাওয়াতে ইসলামী আমাদেরকে অনেক সহজতা দান করেছে। ঘরে দ্বীনি পরিবেশ বানানোর, ঘরের সদস্যদের নেকীর রাস্তায় লাগিয়ে দেওয়ার একটি উত্তম পদ্ধতি দাওয়াতে ইসলামী আমাদেরকে শিখিয়েছে আর তা হলো: ঘর দরস। নিজের ঘরে বেশি নয় শুধুমাত্র ৭ মিনিট দরস প্রতিদিন দেয়ার অভ্যাস করে নিন! এটা কোন কঠিন কাজ নয়, আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর লিখিত খুবই সহজ কিতাবাদি; যেমন ✫ ফয়যানে সুন্নাত ✫ নেকীর দাওয়াত ✫ গীবতের ধ্বংসলীলা ✫ ফয়যানে নামায ও ✫ আরও অনেক ছোট ছোট পুস্তিকা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পেয়ে যাবেন, এই কিতাবাদি ও পুস্তিকাসমূহ সংগ্রহ করুন! অথবা দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট ***www.dawateislami.net*** থেকে ডাউনলোড

করুন! কোন একটি সময় নির্ধারণ করে নিন! প্রতিদিন ওই সময়ে পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে এই কিতাবাদি ও পুস্তিকা থেকে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে শুনিয়ে দিন! !اِنۡ شَآءَ الله এটার বরকত আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।

ঘরের সকলেই সংশোধন হয়ে গেল

মহারাষ্ট্র (***Maharashtra***) হিন্দের ঘটনা, এক ইসলামী ভাই বলেন: আমাদের ঘরে গুনাহ ভরা পরিবেশ ছিল, মন্দ লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে আকিদাও খারাপ ছিল। অতঃপর এমন হলো যে, আমার ১৭ বছরের ছোট ভাই দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল, সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা শুরু করল, আমাদের ঘরে গুনাহ ভরা চ্যানেল চলত, সে সেগুলো থেকেও দূরে থাকতে রইল, তার এই কাজটি আমার অপছন্দ হলো, সুতরাং আমি তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলাম। ছোট ভাই পাল্টা কোন আক্রমণ করেনি, সে প্রতিদিন ঘরের সবাইকে একত্র করে ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিতে লাগল, একদিন আমিও সেই দরসে গিয়ে বসে গেলাম, তার কথাগুলো আমার অনেক ভালো লাগল, এরপর আমি প্রতিদিন তার দরসে বসতে লাগলাম, ধীরে ধীরে আমার হৃদয়ের অন্ধকারত্ব দূর হতে লাগল, আমি দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়ও উপস্থিত হতে লাগলাম, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমার বিবেক ফিরে আসল, আমি বদ-মাযহাবীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রইলাম, চেহারায় দাঁড়ি সাজালাম এবং নেকীর মধ্যে মশগুল হয়ে গেলাম, আমাদের ঘরের চার কোণে গুনাহ ভরা চ্যানেল চলত, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه এই ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেল।

بُری صحبتوں سے کنارہ کشی کر | کے اچھوں کے پاس آکے پا مَدَنی ماحول

تمہیں لُطف آجائے گا زِندگی کا | قریب آکے دیکھو ذرا مَدَنی ماحول

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ:৬৪৬)

বুরী সুহবতো সে কিনারা কাশী কর
কে আচ্ছোঁ কে পাস আকে পা মাদানী মাহোল
তুমহে লুতফ আ জায়ে গা যিন্দেগী কা
ক্বরীব আ কে দেখো যরা মাদানী মাহোল

ঘরে দ্বীনি পরিবেশ বানানোর জন্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনি সাহস করুন! ঘরে দরস দিন! এর পাশাপাশি ঘরে মাদানী চ্যানেলও চালান তো !اِنْ شَآءَ الله ঘরে মাদানী পরিবেশ হয়ে যাবে। এছাড়াও ☆ ঘরে আসা-যাওয়া করার সময় উচ্চ স্বরে সালাম দেওয়ার অভ্যাস করুন! ☆ মাতা-পিতাকে সম্মান করুন! ☆ তাঁদের তা'যিমে দাঁড়িয়ে যান! ☆ মা-বাবার হাত-পা চুম্বন করুন! ☆ প্রত্যেককে আপনি বলে সম্বোধন করুন! ☆ ঘরে কঠোরতা করা থেকে বেঁচে থাকুন ☆ পরিবারের প্রত্যেকের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করুন! ☆ পরিবারের প্রত্যেকই নামাযী হয়ে যাবে, তাদের জন্য দোয়া করতে থাকুন! ☆ আমলীভাবে ধীরে ধীরে তাদেরকে নেকীর দাওয়াতও দিতে থাকুন! اِنْ شَآءَ الله ঘরে দ্বীনি পরিবেশ হয়ে যাবে।

میرے گھر والے سب پابندِ سُنّت | بنیں ایسا کرم ہو جانِ رحمت

মেরে ঘর ওয়ালে সব পাবন্দে সুন্নাত বনে আয়সা করম হো জানে রহমত

বয়ানের সারসংক্ষেপ

মূল কথা হলো এটা যে, আল্লাহ্ পাকের নবী হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ السَّلَام যাঁর স্মরণে আমরা কুরবানী করে থাকি, তিনি আল্লাহ্ পাকের একজন নবী, অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তাঁর অসংখ্য গুনাবলীর মধ্যে ২টি হলো: (১): তাঁর ওয়াদা পালনে সত্যবাদী ও তৎপর ছিলেন (২): নিজের পরিবারের লোকদের নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন। আমাদেরও উচিত, যেমনিভাবে তাঁর স্মরণে আমরা কুরবানী দিয়ে থাকি, সেইভাবে তাঁর আদর্শও বাস্তবায়ন করা। ওয়াদাও পালন করা এবং নিজেদের পরিবারের লোকদেরকে বিশেষ করে আমাদের সন্তান, বাচ্চার মা, ভাই-বোন প্রমুখদের নামায, রোযা ইত্যাদি নেকীর কাজের তাকিদ দেওয়া। আল্লাহ্ পাক আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সমাপ্তির দিকে এসে আসুন! একটি শরয়ী মাসআলা শুনি:

সঠিক কোনটি?

(সঠিক শরয়ী মাসআলা এবং জনগণের মধ্যে প্রচলিত ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ)

মাসআলা: ফরয অনাদায়ী থাকলে নফল কবুল হয় না।

ব্যাখ্যা: এমনটি দেখা গিয়েছে যে, মানুষ নফল নামাযের প্রতি বেশি ধাবিত হয়ে থাকে, এটি একটি ভালো দিক, অবশ্য তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশতের নামাযও পড়ার সাথে সাথে কাযা নামাযও আদায় করুন, আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে নেকীর প্রতি আগ্রহ নসীব করুক। অবশ্য! একটি মাসআলা মাথায় রাখবেন! সেটি হলো ফরযসমূহ পূরণ

করা ব্যতীত নফল কবুল হয় না। (কিতাবু যুহদ লি ইবনে মুবারক, পৃ:২৭৩, হাদিস: ৯১৪) এজন্য আমাদের উচিত ☆ যার দায়িত্বে কাযা নামায রয়েছে, সে যেন দ্রুত কাযা নামাযসমূহ পূরণ করে ☆ যার দায়িত্বে বিগত সালের যাকাত অনাদায়ী রয়েছে, সে যেন নফল সদকার পরিবর্তে ফরয যাকাতগুলো আদায় করে। اِنْ شَآءَ الله এটার সাওয়াব বেশি পাবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইসলামী সঠিক বিধান শিখার ও সেটার উপর আমল করার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসমাউল হুসনার বরকত (অযিফা)

يَا غَنِيُّ (অমুখাপেক্ষী)

যাদের মেরুদণ্ড, হাঁটু, শরীরের অন্যান্য জোড়ার ব্যথা রয়েছে সে যদি উঠতে-বসতে, আল্লাহ পাকের এই নাম يَا غَنِيُّ পাঠ করতে থাকে তবে اِنْ شَآءَ الله প্রশান্তি অনুভব করবে। (মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃ:২৫৮) আল্লাহ পাক আমল করার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد